দৈনিক জনকণ্ঠ

184

তারিখ ... DEC 2-2-1998 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 5

ঢাবি শিক্ষক সমিতি নির্বাচন

নীল দল সভাপতিসহ ৮ আর সাদা দল সাধারণ সম্পাদকসহ ৭ আসনে জয়ী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকর পরিষদ নির্বাচনে সরকার সমর্থক শিক্ষক গোষ্ঠীর নীল দল ও বিএনপি-জামায়াত সমর্থক শিক্ষক গোষ্ঠীর মধ্যে আসন ভাগাভাগি হয়েছে। ১৫টি পদের মধ্যে সভাপতিসহ ৮টি পদে নীল দল এবং সাধারণ সম্পাদকসহ

(২-পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

নীল দল সভাপতিসহ *(প্রথম পাতার পর)*

৭টি পদে সাদা দল জয়লাভ করেছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে সকাল ১০টা থেকে অপরাহ্ন দু'টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হয়। ১২ শ' ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন ৯শ' ৯৮ জন। গতকাল সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী ফল ঘোষণা করেছে।

নির্বাচনে নীল দলের বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন–– সভাপতি- অধ্যাপক ড. আরআইএম আমিনুর রশীদ। তিনি পেয়েছেন ৫শ' ভোট; যুগ্ম সম্পাদক- হাসিবুর রশীদ, তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৫শ' ৯। নীল দল থেকে নির্বাচিত সদস্যরা হচ্ছেন–ড. কাজী শহীদুল্লাহ (প্রাপ্ত ভোট ৬শ' ২৮), ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ (৫০৬), শরিফ উল্লাহ ভুঁইয়া (৫০৭), ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (৪৯৫), ড. এজেডএম নওশের আলী খান (৪৮৮), ড. সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ (৪৮৮)।

সাদা দল থেকে নির্বাচিত প্রার্থীরা হলেন– সাধারণ সম্পাদক- মোঃ ফেরদৌস হোসেন, তিনি পেয়েছেন ৫শ' তিন ভোট; সহসভাপতি- ড. আনোয়ার হোসেন (৪৯৬ ভোট), কোষাধ্যক্ষ পদে আবু আহমেদ (৫০০ ভোট)। এই দল থেকে নির্বাচিত সদস্যরা হচ্ছেন–ড.আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী (৫০৯ ভোট), ড. আফম ইউসুফ হায়দার (৫৪৯), ড. আবদুল মমিন চৌধুরী (৪৯১) ও ড. জিন্নাতুন নেসা তাহমিদা বেগম (৫০০ ভোট)।

সভাপতি পদে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সাদা দলের ড. এসএমএ ফায়েজ। তিনি পেয়েছেন ৪শ' ৭০ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নীল দলের ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন। তিনি পেয়েছেন ৪শ' ৫৮ ভোট, নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন কলা অনুষদের ডিন, সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ। তিনি পেয়েছেন ৬শ' ২৮ ভোট।

নির্বাচনী ফলে সরকারসমর্থক শিক্ষক গোষ্ঠীর নীল দলের নেতৃবৃন্দকে খুবই খুশি দেখা গেছে। গতবছরের নির্বাচনে তাঁরা ৮টি পদে জয়ী হলেও সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। নির্বাচনের ফল প্রকাশ করার পর বিজয়ী সভাপতি অধ্যাপক ড. আরআইএম আমিনুর রশীদ বলেন, এই বিজয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে সচেতন শিক্ষক সমাজের রায়। নির্বাচনে সভাপতি পদসহ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় তিনি শিক্ষকদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের এই রায় পক্ষান্তরে বর্তমান স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন। শিক্ষক সমিতির বিবৃতি প্রশ্নে বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে যে কোন বিবৃতি দিতে পারি, বাক স্বাধীনতা আছে বলে। তবে সমিতির পদ ব্যবহার করে কোন বিবৃতি দিতে হলে অধিকাংশ নেতার সমর্থন নিয়েই দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এসব বিবৃতি চালাচালিতে কোন অনিয়ম করতে দেয়া যাবে না। নির্বাচনে বিজয়ের পর সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস হোসেন বলেন, 'আমার কোন প্রতিক্রিয়া নেই।' সাদা দল নেতা ইউসুফ হায়দার বলেন, সভাপতি পদটিতে হেরে গিয়ে তারা কষ্ট পেয়েছেন। তবে নির্বাচন নিয়ে যে কোন আপত্তি নেই সে কথাও তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। সভাপতি পদে বিজিত প্রার্থী ড. এসএমএ ফায়েজ বিজয়ী সভাপতি অধ্যাপক ড. আরআইএম আমিনুর রশীদকে জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানিয়েছেন। পরাজিত প্রার্থীর এই আচরণ দেখে উপস্থিত শিক্ষক, কর্মকর্তা, ছাত্রনেতৃবৃন্দসহ অনেকেই অবাক হয়েছেন। তবে বিজিত প্রার্থীর এই আচরণকে সবাই সাধুবাদ জানিয়েছেন।'